৬৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR 20 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২.....

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ঢাকায় সার্ক স্পীকার্স ও পার্লামেন্টারিয়ানদের তৃতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

ঢাকায় সার্ক স্পীকার ও সংসদ সদস্য সমিতির সম্মেলন উদ্বোধন

দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা থাকলে গণতন্ত্র অর্থবহ হবে না

প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নেতা শেখ হাসিনা বলেছেন, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা যদি ব্যাপক হয় তাহলে গণতন্ত্র যেমন অর্থবহ হতে পারে না তেমনি গণতন্ত্র না থাকলেও দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করা যায় না। আমাদের সার্কভুক্ত দেশগুলোকে এখন সে লক্ষ্যেই কাজ করা উচিত। কারণ এটাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় কাজ ও দায়িত্ব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল (শুক্রবার) সকালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সার্ক স্পীকার ও সংসদ সদস্য সমিতির ৩ দিনব্যাপী তৃতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন। তিনি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এতে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের স্পীকার, শ্রীলংকার ডেপুটি স্পীকার এবং নেপাল, মালদ্বীপ ও ভূটানের স্পীকারের প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে ৭টি সার্কভুক্ত দেশের পার্লামেন্টের ডেলিগেটগণ অংশগ্রহণ করছেন। এই ধরনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতে, দ্বিতীয় সম্মেলন হয় পাকিস্তানে এবং তৃতীয় সম্মেলন এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সচিব জনাব মঞ্জুরে মাওলা সূচনা

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা থাকলে গণতন্ত্র অর্থবহ হবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সার্কভুক্ত দেশের জনগণের প্রথম অভিপ্রায় হচ্ছে শান্তি। তারা সবকিছুর আগে শান্তি চায়। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আমাদের মধ্যে রাজনীতিসহ আরো অন্যান্য বিষয়ে মতপার্থক্য আছে এবং এটা থাকতেই পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সংসদ সদস্যদেরকে, জনগণের প্রতিনিধিদেরকে জনস্বার্থে অভিন্ন বিষয়গুলোর ব্যাপারে একমত হতে হবে এবং সর্ব প্রথমে এটা হবে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো, বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তি, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, যেহেতু আমাদের সমাজে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার মত বিষয়াবলী প্রকট তাই অনেক সময় অর্থ অনর্থের মূল হিসাবে কাজ করে।

শেখ হাসিনা বলেন, জীবন ধারণ ও জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই গণতন্ত্রও মানবাধিকারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পশ্চিমা দেশগুলোতে যদিও এই বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। কিন্তু আমাদের এতদঞ্চলে এই বিষয়গুলো নানা কারণে এখনো উপেক্ষিত। আমরা সবাই তাই মানবাধিকারের বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি এবং এটা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। তবে আমাদেরকে অবশ্যই নিজস্ব অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত থাকতে হবে এবং এটা আমাদের নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক সামর্থ্য ও অবস্থার আলোকেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমাদের সরকার দেশে ন্যায়পাল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যেই স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি বলেন, আমরা জনপ্রতিনিধিরা একবার যে নীতি নির্ধারণ করব আমাদেরকে অবশ্যই অব্যাহতভাবে তা অনুসরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সরকার পরিবর্তনের কারণে যেন দেশের মৌলিক নীতির কোন পরিবর্তন না ঘটে এবং এটা হওয়াও উচিত নয়। কারণ এটা করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

তিনি বলেন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পর ইতিমধ্যেই এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আনন্দের কথা যে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠাও অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আমি গত বছর এই লক্ষ্যে দুই প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে নয়াদিল্লী ও ইসলামাবাদ সফর করে ছিলাম। আমি দুই প্রধানমন্ত্রীর কাছেই তাদের ইতিবাচক সাড়ার জন্য কৃতজ্ঞ। আমার এই উদ্যোগের পর এতদঞ্চলের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য প্রশমনও ঘটে। দেশে আমরা দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলোর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের ৩০ বছরমেয়াদী পানি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। গঙ্গার পানি বন্টন বিষয়ে ভারতের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের একটি বিরোধ চলে আসছিল। তাছাড়া আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'যুগেরও বেশী সময় ধরে চলে আসা অশান্তি, সংঘর্ষ ও গোলযোগের অবসান ঘটিয়েছি এবং এটা করতে গিয়ে আমাদেরকে বাইরের কোন সহযোগিতা নিতে হয়নি কিংবা বাইরের কারো সাথে কোন চুক্তিও করতে হয়নি। তিনি বলেন, আমি শান্তিতে বিশ্বাস করি এবং এই লক্ষ্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি আপসহীন। কারণ শান্তির কোন বিকল্প নেই। জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিরাই কেবল শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারে।